টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

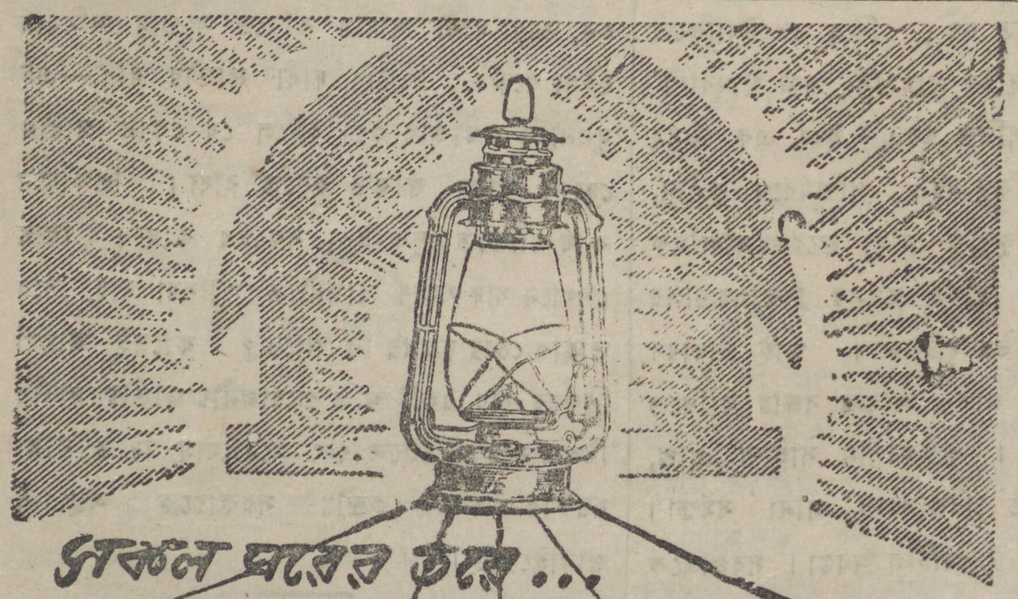

৫৭শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ৯ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৭৭ ইং 26th Aug. 1970 { ১৫শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

গৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী জমি বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জে কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় মহাশয়ের বাটীর নিকটে মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রোডের উপর এবং আদালত কাছারীর নিকট বাসগৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী জমি বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) কমলা ষ্টোরস্, রঘুনাথগঞ্জ (২) শ্রীপার্থসারথি নাথ,
(৩) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র নাথ, রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর।

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

কাপড় কোঁচাই এঁটোও ঘুচাই
বাবুরে মাথাই তেল,
পেলে কোনো দোষ বাবু করি রোষ
বলেন—খাটাবো জেল।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষায় সঙ্কট ॥

আজ ২৬শে আগষ্ট হইতে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্মীদের সপ্তাহব্যাপী কর্মবিরতি আরম্ভ হইতেছে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে সদস্য-বিদ্যালয়ের কর্মীরা এই কর্মবিরতি পালন করিতেছেন। কোন স্বাধীন দেশে শিক্ষার দাবীর জন্য শিক্ষকদিগকে আন্দোলনে নামিতে হয়, ইহা খুবই দুঃখের কথা। কংগ্রেসী সরকারের আমলে এই রাজ্যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে বিগত ১৯৫৪ সালে যে ঐতিহাসিক শিক্ষক আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার পর হইতে আরও কয়েকটি শিক্ষা আন্দোলন আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু কেন এই আন্দোলন? কেন শিক্ষাদানের কাজ ছাড়া শিক্ষকদের অন্য কথা ভাবিতে হয়? অন্য কথা বলিতে আমরা শিক্ষার নানা দাবীকে বুঝাইতে চাহি। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, শিক্ষার প্রতি সরকারের নিরবচ্ছিন্ন ঔদাসীন্য।

কংগ্রেসী আমলে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে যেটুকু দাবী পূরণ করা হয়, তাহা সংগ্রামের ফলেই হইয়াছিল। কিন্তু যেখানে নানান চাহিদা সেখানে সে চাহিদা পূরণের তৎপরতা রাজকুলের দেখা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া পরম স্বস্তি অনুভব করেন। রাজ্যসরকারও তাঁহার সীমিত আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্বেও শিক্ষাকে ততটা গুরুত্ব-পূর্ণ হয়ত মনে করেন না; তাই এই ব্যাপারে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই।

আলোচ্য শিক্ষক আন্দোলনে যেমন শিক্ষক তথা বিদ্যালয় কর্মীদের আর্থিক দাবীর কথা আছে, তেমনি আছে শিক্ষার এক অপরিহার্য দাবী যাহার সুবিধা দেশের প্রতিটি মানুষই পাইতেন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার পথে এত গড়িমসি থাকার কথা নয়। ইহাতে দেশের সর্বস্তরের বিশেষতঃ সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের অতি সাধারণ মানুষই উপকৃত হইবেন। এত বড় গুরুত্ব-পূর্ণ দিকটি অবহেলিত হয়; কিন্তু ভোটবাজিতে মাৎ করিতে তখন 'দরিদ্র গ্রামবাসী, অজ্ঞ গ্রামবাসী' বলিয়া কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জিত হয়। ইহা এক নির্মম প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গে কুলীন, ভঙ্গ কুলীন এবং অকুলীন—নানা স্তরের মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। বিভিন্ন মানের বিদ্যালয়গুলির প্রতি সরকারের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। তাই সাধারণ স্তরের বিদ্যালয়গুলি আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হিমসিম খাইতেছে। এককালীন সাহায্য প্রাপ্ত, সাহায্যহীন প্রভৃতি বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা। জুনিয়ার হাই স্কুলের টালমাটাল অবস্থা। সবগুলিকে গ্রাণ্ট ইন-এডের আওতায় আনিবার দাবী অযৌক্তিক নয়। কারণ বিদ্যালয় যদি আর্থিক সাহায্যের অভাবে বন্ধ হইয়া যায়, তবে তাহাতে শিক্ষার সংহারের ব্যবস্থা পাকা হইবে। স্বাধীন সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার প্রসারে।

আমরা কিছুদিন পূর্বে শিক্ষকেরা কেন রাজনীতি করিতেছেন তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। শিক্ষাখাতে সরকারের নিকট প্রায় ১২ কোটি টাকা পাওনা আছে। এই টাকা কবে পাওয়া যাইবে, কেন্দ্রীয় তথা রাজ্য সরকার কি জবাব দিবেন? অথচ যাহা নির্মম সত্য, তাহা এই যে, শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্মীরা মাসিক ভাতা ও বেতন নিয়মিত পান না। পে-কমিশন বসিল বহু ঘটা করিয়া। তাহার রিপোর্ট বাহির হইলেও সাধারণ্যে ইহা আজিও অপ্রকাশিত কেন? কোন্ মহৎ উদ্দেশ্যের ফলে ইহা করা হইতেছে? বৃদ্ধ বয়সে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষকেরা পেন্সন পাইবেন ঘোষিত হইলেও অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে, সেই পেন্সনবিধি কার্যকরী হইবার পথে লালফিতার বাঁধন পড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাখাতে বাজেটের ১০% ও বরাদ্দ রাখুন এবং রাজ্য সরকারের বাজেটে ৩০% ব্যয় বরাদ্দ করা হউক—ইহা শিক্ষকদের দাবী। এই দাবী দীর্ঘ-দিনের। কিন্তু জাগিয়াও যে ঘুমায়, তাহার ঘুম ভাঙ্গান যায় না।

শুধু মাধ্যমিক শিক্ষকই নয়, প্রাথমিক ও কলেজের শিক্ষকদেরও প্রচুর অসন্তোষ জমা হইয়া আছে। মোটকথা সমগ্র শিক্ষারাজ্যে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। সরকার যদি অনিচ্ছুক হন, তবে দাবী আদায় করিতে সংগ্রাম অনিবার্য হইয়া পড়ে। শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী—এই মূলনীতি অস্বীকার করা হইলে যে কোন স্বাধীন দেশের মানুষ স্তম্ভিত হইতে বাধ্য। শিক্ষাদান কার্য শান্তিতে চলুক ইহা সকলের কাম্য। কিন্তু সেখানে যদি সঙ্কীর্ণ রাজনীতি আসিয়া যায়, তবে তাহার চেয়ে দুঃখের কি আছে? কাজেই আমরা শিক্ষার ন্যায় একটি অতি প্রয়োজনীয় জাতীয় দাবীর বিষয়ে সচেতন হইতে এবং মনোযোগ দিতে রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছি।

নকশালী হামলা

গত ২৪শে আগষ্ট রাত্রিতে জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অফিস ঘরে কিছু নকশাল কর্ম্মী হামলা করে। তারা অফিস ঘরের খড়খড়ির জানালা ফাঁক করে ঘরের ভিতরে আগুন ফেলে দেয়। এর ফলে কিছু খাতাপত্র পুড়ে নষ্ট হয়। ওরা স্কুলের দেওয়ালে 'দেশব্রতী' পত্রিকা এঁটে দেয়। স্কুল ও কলেজের মাথায় লাল পতাকা উত্তোলন করে। স্থানীয় ছাত্রপরিষদের কিছু কর্ম্মী লাল পতাকা নামিয়ে দেয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ থানায় খবর দেন। এখন পর্যন্ত কেও গ্রেফতার হয়নি বলে প্রকাশ।

বাসের ছাদে চেপে যাত্রীর প্রাণান্ত

গত ১৯শে আগষ্ট মুরারই রুটের 'জয় মা' বাসের ছাদে চেপে যাওয়ার সময় পথিপার্শ্বের গাছের ডালে মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের ফলে এক অজ্ঞাতনামা যাত্রী ভীষণভাবে আহত হয়। ক্ষতস্থান হ'তে প্রচুর রক্তপাত হয়। জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় কিন্তু চিকিৎসক মহাশয় উক্ত ব্যক্তিকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। এই যাত্রীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? মুর্শিদাবাদের পরিবহন সংস্থা কর্তৃপক্ষ ইহার প্রতিকার করুন।

সর্পদংশনে মৃত্যু

গত ২৪শে আগষ্ট সোমবার রঘুনাথগঞ্জ থানার গনকর গ্রামের শ্রীদেবী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রীকে সাপে কামড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে বাঁধন দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই বাঁধন খুলিয়া ফেলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

---

১৪৪ ধারা জারী

২৬শে আগষ্ট হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ জঙ্গিপুর পৌর-এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। পাঁচজন বা তার অধিক ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থানে সভা সমিতি বা কোন প্রকার হামলা করিতে পারিবেন না। আইন অমান্যকারিগণ দণ্ডনীয় হইবেন।

ধর্ম্মঘট ব্যর্থ

২৬শে আগষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমার সমস্ত সরকারী অফিস আদালতে নিয়মিত ভাবে কাজ চলিয়াছে। শতকরা পঁচানব্বই জন কর্ম্মচারী কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন।

জঙ্গিপুর পৌর-এলাকার জঙ্গিপুর মহাবিদ্যালয়, জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, জঙ্গিপুর জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয় ও সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়াশুনা চলিয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরজা খোলে নাই কোন শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ে আসেন নি। বিদ্যালয়ের কেরাণী, দপ্তরী ও অন্য কর্ম্মচারী কেহই কাজে যোগ দেন নি। বহু ছাত্র বিদ্যালয়ের দোরগোড়া হ'তে ফিরে গিয়াছে।

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা-১৯৭০

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর হইতে জানা যায় যে, আগামী ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর ১৯৭০ সালের প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা গৃহীত হইবে। প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে এই পরীক্ষায় বসিতে হইবে এবং পরীক্ষার ফি বাবদ ১·০০ টাকা ও জ্ঞাতব্য বিবরণী (descriptive roll) আগামী ৩১শে আগষ্টের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক/উপ-সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জমা দিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে জানান যায় যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া গত বৎসরের ১৩২টি পরীক্ষা কেন্দ্রের স্থলে এ বৎসর ১৪৩টি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হইতেছে।

স্কুল পরিদর্শকদের বিক্ষোভ

গত ৩রা আগষ্ট, '৭০ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি বহরমপুরে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের সামনে সারাদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ২৪ জন নন্ গেজেটেড্ পরিদর্শকের মধ্যে ১৯ জনই এই অবস্থান ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের মূল দাবীগুলি :— (১) অবিলম্বে এস্, আই ও ডেপুটি এ, আই পদ দুটির অবলুপ্তি ঘটিয়ে উচ্চতর হারে একটি বেতনক্রমে নূতন পদ সৃষ্টি করতে হবে; (২) উচ্চতর পদে অর্থাৎ এ, আই ও ডি, আই প্রভৃতি পদে বহিরাগতের নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হোক; (৩) প্রতি জেলায় একজন করে মহিলা এ, আই নিয়োগ করা হোক ও মহিলা পরিদর্শকগণ থেকে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে ঐ পদ পূরণ করা হোক; (৪) এস্, টি, এ, (ষ্ট্যাটিস্টিক্স্) এই নামের পরিবর্তে এ, আই (ষ্ট্যাটিস্টিক্স্) করা হোক। (৫) পরিদর্শক শাখার উচ্চ-পর্য্যায়ের কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পুনর্নিয়োগের প্রচলিত ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ১২১/৬৯ অন্য

বাদী—সাহেবনগর গ্রামের নিম্ন প্রাইমারী স্কুলের সেক্রেটারী তামিজুদ্দিন বিশ্বাস সাং সাহেবনগর থানা সমসেরগঞ্জ।

বনাম

বিবাদী—মেহেরজান বিবি স্বামী সিদ্দিক হোসেন সাং ঐ, থানা ঐ

মোঃ বিবাদী—২। গোলাম মোওলা সেখ সাং ঐ, থানা ঐ

এতদ্দ্বারা থানা সমসেরগঞ্জ অধীন সাহেবনগর গ্রামের অধিবাসীবৃন্দকে অবগত করা যাইতেছে যে উপরোক্ত বাদী উপরোক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে S. L. R. O. আদালতের ১৩০/২ of ১৯৬৬-৬৭নং মোকর্দ্দমার ইং ৭-৯-৬৮ তারিখের হুকুম ultavires ab initio void fraudulent ও বাদীর বিরুদ্ধে বাধ্যকর না হওয়া সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবীতে নালিশ দায়ের করিয়াছেন। তাহাতে গ্রামবাসী পক্ষে যে কেহ উক্ত মোকর্দ্দমায় বাদী বা বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিজ বক্তব্য আগামী ১৯৭০ সালের ১৯ তারিখে দর্শাইবেন। সাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।

By order
Sd/- S. K. Sarkar, Sheristadar,
2nd Munsif's Court, Jangipur

জঙ্গিপুর মহকুমায় রেশনে চিনি নাই কেন?

জঙ্গিপুর মহকুমার পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ প্রায় দুই মাসের অধিক কাল রেশনে চিনি পান নাই। জঙ্গিপুর পৌর-এলাকায় এক সপ্তাহ চিনি দেওয়া হয় নি। বাংলা দেশের সকল স্থানে মাথা পিছু ৩০০ গ্রাম চিনি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু জঙ্গিপুর মহকুমায় শহরাঞ্চলে ১৫০ গ্রাম দেওয়া

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

তৃতীয় পৃষ্ঠার জের

হয় কেন? পল্লী অঞ্চলে চিনির পরিমাণ আরও কম হওয়ার কারণ কি? স্থানীয় হোল-সেলার চিনি ব্যবসায়ীগণের ওয়াগন ভাঙ্গিয়া অধিক পরিমাণে চিনি চুরি হওয়ার জন্য তাঁহারা রেলে চিনি আনাইতে ভরসা পাচ্ছেন না। ইহাই নাকি চিনি সরবরাহের বিশেষ অন্তরায়। এই জেলার রামনগর পলাশী মিল হইতে দূর দূর জেলায় চিনি রপ্তানী হয় অথচ এখানে উক্ত মিল হইতে চিনি না আসার কারণ কি? রামনগর পলাশী মিল হইতে ট্রাক যোগে চিনি আনিলে চুরি যাওয়ার ভয় থাকিবে না।

বিছুটির সুড়সুড়ি

(সু—মো—দে)

ময়ূরপুচ্ছধারী
আজাদী বিরোধী ভণ্ড দালালেরা সব
স্বাধীন দেশেতে লভে মর্য্যাদা গৌরব।
প্রকৃত জননী ঘুরে কেঁদে কেঁদে বনে
কপট দরদী মাসী মায়ের আসনে।

শ্মশান বৈরাগ্য
সর্ব্বোদয় সম্মেলনে 'হ্যাট্‌ট্রিক্-চোর'
কাণ্ড দেখে বিনোবার ঝরে আঁখি লোর।
গান্ধী সংস্থার টাকা টেবিল চেয়ার
গ্যাঁড়া মেরে সর্ব্বোদয়ী তপস্বী মার্জ্জার।